যুগান্তর

তারিখ 08 AUG 2008
পৃঃ ১৬ কঃ ৭

রোটন ও হেলাল জামিনে মুক্ত

ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

দেশের প্রধান দুই ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের কারাবন্দি দুই শীর্ষ নেতা অবশেষে জামিনে মুক্তি লাভ করেছেন। ছাত্রদল সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এবং ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন বিকাল পৌনে ৪টার দিকে ময়মনসিংহ কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। ছাত্রদল সভাপতিকে গত বছরের ২৪ আগস্ট মৌচাকের বাসভবন এবং ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদককে ১৬ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বর এলাকা থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা গ্রেফতার করেছিলেন। দুই নেতাই দাবি করেছেন, আইন-শৃংখলা বাহিনীর হেফাজতে তারা বর্বর ও অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

এদিকে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার স্থায়ী মুক্তি এবং বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াসহ রাজবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তিসহ বিভিন্ন দাবিতে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল পৃথকভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেছে। ময়মনসিংহ ব্যুরো জানায়, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন মুক্তির পর বিকাল ৪টায় প্রাইভেট কারযোগে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন। তিনি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পুলিশি মুক্ত : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৩

মুক্ত : রোটন

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

হেফাজতে
তিনদিন ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বৃহস্পা
ময়মনসিংহ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজি
নির্দেশে মুক্তি লাভ করেন। মুক্তির
প্রতিক্রিয়ায় যুগান্তরকে বলেন, দীর্ঘ ১৯
বিনাবিচারে কারাগারে আটক ছিলেন। এ
বিনাবিচারে তাকে কারাগারে রেখে মানবা
লংঘন করা হয়েছে। তিনি অবিলম্বে জ
অবস্থা প্রত্যাহার ও শেখ হাসিনার স্থায়ী ম
মাধ্যমে দেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন
আহ্বান জানান।

বিকাল ৪টায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সা
সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী
প্রাইভেট কারযোগে ঢাকার উদ্দেশে রওনা
এ সময় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহ-সভ
রাশেদুল মোঃ রাসেল, দফতর সম্পাদক ন
আল মোমিনসহ স্থানীয় ছাত্রলীগের সব ইউ
বাকৃবি শাখা ও নেত্রকোনা জেলা ছাত্র
নেতাকর্মীরা তাকে হাসপাতাল গেটে ফু
শুভেচ্ছা জানান।

পুলিশ জানায়, ৫ আগস্ট হাইকোর্টের নি
ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জা
মুক্তি লাভের পর জরুরি বিধিমালা ভঙ্গের
পুলিশ জেলগেট থেকে আবারও তাকে গ
করে। শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে
করা হয়। তার আইনজীবী অ্যাডভো
এবিএম নুরুজ্জামান খোকন জানান, পু
আদালতে চূড়ান্ত রিপোর্ট দায়ের করার
ময়মনসিংহ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজি
আদালতে অব্যাহতি প্রার্থনা করলে
জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবেদন মঞ্জুর
অবিলম্বে তাকে মুক্তি দেয়ার জন্য নির্দেশ দে
এদিকে বেলা ১১টার দিকে ঢাকা কে
কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন ছাত্র
সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল। গত বছ
২৪ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বি
বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজধানীতে আগস্ট
সংঘটিত ছাত্র আন্দোলনে মদদ দে
অভিযোগে তিনি গ্রেফতার হন। পরে তিনি
কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ছিলেন। সব
মুক্তিলাভের পর সিএনজি ট্যাক্সিতে তিনি
বাসভবনে যান। হেলালের স্ত্রীসহ নিকটাত্মীয়
মোট তিনজন তাকে জেলগেটে অভ্য
জানান।

কারাগার থেকে মুক্তির পর আজিজুল
হেলাল বলেন, ছোট কারাগার থেকে মুক্ত
এখন বাংলাদেশ নামক বৃহৎ কারাগারে
হয়েছেন। তিনি বিএনপির চেয়ারপারসন বে
খালেদা জিয়ার মুক্তি ও তারেক রহমানকে উ
চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাবি করে
হেলাল বলেন, বর্তমান নির্বাচন কমিশন অবৈ
এ নির্বাচন কমিশনার অবৈধ, এই নির্ব
কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনও অবৈ
এটি একটি রাজনৈতিক নির্বাচন, ছাত্রসমাজ
প্রত্যাখ্যান করেছে। আগামীকাল সকালে
শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মা
জিয়ারতের পর বিএনপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠ
বসবেন বলে জানান।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও

শেখ হাসিনার স্থায়ী মুক্তি এবং জরুরি অ
প্রত্যাহারের দাবিতে ছাত্রলীগ এবং বে
খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের মুক্তি
দাবিতে ছাত্রদল পৃথকভাবে বিক্ষোভ মিছিল
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে
বেলা ১টায় ছাত্রলীগ মধুর ক্যান্টিন থে
বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিল টিএস
শহীদ মিনার হয়ে দোয়েল চত্বরের দি
যাওয়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেশিয়া
সামনে পুলিশি বাধার মুখে পড়ে। সেখা
সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে। এতে ছাত্রলীগ সভাপ
মাহমুদুল হাসান রিপন বলেন, অবিলম্বে
হাসিনার নিঃশর্ত স্থায়ী মুক্তি এবং দেশ থে
জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার না করলে সারাদে
লাগাতার হরতাল-ধর্মঘট কর্মসূচির ঘো
দিতে তারা বাধ্য হবেন।

এর আগে দুপুর সাড়ে ১২টায় ছাত্রদল ম
ক্যান্টিন থেকে মিছিল বের করে। মিছিল
দোয়েল চত্বর এলাকায় পুলিশি বাধার মু
পড়ে। এ সময় পুলিশ এবং ছাত্রদ
নেতাকর্মীদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা ও ধস্তাধস্তি হ
পরে সেখানেই সমাবেশে ছাত্রদলের ভারপ্র
সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু ও সাধার
সম্পাদক শফিউল বারী বাবু বক্তৃতা করেন।